।। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা ।।

ঘাটশিলা

১৪ই মাঘ, '৫৬

প্রীতিভাজনেষু,

অচিন্ত্যবাবু, আপনার পত্রে সব জানলাম। প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহুস্তর বিদ্যমান, বিশ্বে বহু লোক বহু স্তর, বহু গ্রহ, মৃত্যুর পর যেখানে জীবের গতি হয়। এই সব Supermundane worlds আছে এবং ঋষিরা প্রাচীনযুগে তাদের অস্তিত্ব জেনেছিলেন। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে।

এগুলির আকর্ষণ অতি তীব্র—পৃথিবীর জীবনের পরে যখন এইসব লোকে গতি হয় তখন পৃথিবীর আনন্দ এদের আনন্দের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সেই আসক্তি বা কামনাই পুনর্জন্মের বীজ বপন করে।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে এই সব বিভিন্ন লোকালোকের আসক্তি ও মায়া কাটিয়ে সর্বলোকাতীত বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা। ভগবানকে পাওয়া এরই নাম। ধর্মজীবনের আরম্ভ তখনই হবে যখন আমাদের মন নিরাসক্ত হবে সব জাগতিক রসাকাঙ্ক্ষায়। তাকে জানলেই সব জানা হল। নতুবা প্রেতলোকের আবিষ্কারে আর নতুন একটা দ্বীপ আবিষ্কারের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দুটোর কোনোটাই আধ্যাত্মিক ঘটনা নয়।

এখন মনে হচ্ছে ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র অনেকদিন আগে আমায় একখানা চিঠি লিখেছিলেন 'দেবযান' পড়ে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, আমিও যাই যাই করে আর যাওয়া হয়নি।

আমার মনে হয় নামজপ ও ধ্যান ছাড়া আমাদের জীবনে করবার কি আছে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে ?তারপর তাঁর দয়া। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহু নশ্রুতেন। বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে কিছু হবে না। তিনি দয়া না করে পারবেন না, যদি আমাদের আকুলতা থাকে। আমরা ছেলে, তিনি বাপ যাবেন কোথায় ?

সমরেন্দ্র বাগচি ওখানে মুন্সেফ ছিল, চলে গিয়েছে নাকি ?দুখানা চিঠি দিলাম, উত্তর নেই। লিখবেন তো ?

প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। পত্র ঠিক দেবেন কিন্তু। ইচ্ছে করচে আপনার সঙ্গে অনেক কিছু বলি।

মনে পড়ে 'বিচিত্রা' আফিসের সে সব দিন ?

গুণমুগ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়